খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশ

এখানে আফ্রিকা দেশস্থ জনৈক বাইবেল স্কুল প্রতিনিধির একটি রোমাঞ্চকর পত্র সন্নিবিষ্ট হচ্ছে ঃ

‘‘পাঁচ বছর আগে আমি ভয়েস এবং প্রফেসি থেকে আমন্ত্রণ পেলাম এক জন জেলবন্দি পত্রযোগে বাইবেল শিক্ষার্থীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আমি কারাকক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুমোদন পেয়ে তার সঙ্গে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করতে শুরু করলাম। বাইবেল শাস্ত্রের প্রতি ছেলেটির ছিল গভীর আকাঙ্ক্ষা। তারপর এইরূপ স্বল্পকালীন সাক্ষাৎকারের ছ ‘ মাস পরের কথা। ছেলেটি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে আমাদের মন্ডলীর সদস্য হওয়ার তীব্র বাসনা প্রকাশ করে। কর্তৃপক্ষের সাহায্যে বন্দি এবং জেলরক্ষীদের সামনে ছেলেটিকে আমি বাপ্তিস্ম দান করি, এমন বাপ্তিস্ম আমার জীবনে প্রথম।

এর অল্প কিছু দিন পরে ছেলেটির মধ্যে এমন বিপুল পরিবর্তন দেখা যায় যে তাকে আর অপরাধীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারা পালের আবেদনে সরকার তাকে সাজা কাটার পূর্বেই রেহাই দেয়। ত্রাণকর্তার প্রতি এবং নূতন ধর্মের প্রতি ছেলেটির আনুগত্য কারাধ্যক্ষদের মধ্যে এমন দাগ কাটে যে তারা তাকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করে। এই ছেলে তার পরিবারেরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয় এবং সে এখন আমাদের এক বৃহত্তর উপাসনা মন্ডলীর সদস্যপদে আসীন।’’

১। বাপ্তিস্ম শব্দের তাৎপর্য কি?

কারাবন্দি ছেলেটি যখন খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, তাহলে তার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

নীকদীপ সমাজাধ্যক্ষ, যিনি রাত্রিযোগে যীশুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তার সঙ্গে আলোচনার সময় প্রভু বাপ্তিস্মেয় তাৎপর্য পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

‘‘নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না. . . যদি কেহ জল ও আত্মা হইতে না জন্মে’’। -- যোহন ৩ঃ৩,৫

সুতরাং যীশুর মতে, আমাদের '' ও আত্মা '' থেকে জন্মাতে হবে। আত্মা থেকে জন্ম মানে নতুন মন ও প্রাণ সহ নতুন জীবনে প্রবেশ। কারণ ঈশ্বরের প্রবেশের অর্থ পুরাতন জীবনে তালিতাপ্তা দিয়ে চালানো নয়, সবকিছুই নতুন, এটিকে নতুন জন্ম বলা হয়। জল বাপ্তিস্ম হল অন্তরের পরিবর্তনের বাহ্যিক প্রকাশের প্রতীক। আমাদের প্রতিনিধি বন্দি ছেলেটিকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন তার মধ্যে শুরু হওয়া পবিত্র আত্মার কাজ এবং খ্রীষ্টের প্রতি তার আত্মোৎসর্গের স্বীকৃতি হিসাবে।

২। আমি বাপ্তিস্ম নেব কেন?

আমাদের পরিত্রাণ বিরাজ করছে খ্রীষ্টের তিনটি মহৎ কর্মকে আশ্রয় করে ঃ

''শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন ও কবর প্রাপ্ত হইলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন'' -- ১ করি ১৫ঃ৩,৪

খ্রীষ্ট পরিত্রাণ সম্ভব করেছেন তাঁর মৃত্যু, কবর, এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে।

''তোমারা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি? অতএব তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্যে হইতে উত্থাপিত হইলেন তেমনি আমরাও জীবনের নূতনতায় চলি।'' -- ৬ঃ৩,৪

খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরলেন, কবরস্থ হলেন, এবং আমাদের ধার্মিকতাময় নতূন জীবন দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরুত্থিত হলেন। বাপ্তিস্মিত হয়ে আমরা প্রকাশ করি, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পাপময় জীবনের মৃত্যু হয়েছে, খ্রীষ্টের সাথে আমাদের পুরাতন জীবন কবরস্থ হয়েছে, এবং আমরা নতুন জীবন নিয়ে উত্থাপিত হয়েছি।

বাপ্তিস্মর ধাপগুলি লেখচিত্রের সাহায্যে আমাদের মন পরিবর্তন স্তরগুলি প্রকাশ করে। প্রথমত, আমরা সম্পূর্ণ নিমর্জিত হয়ে জলের ভিতরে যাই, ঠিক কোন মৃত ব্যক্তির কবরস্থ হওনের মতো। অর্থাৎ আমাদের পুরাতন পাপময় জীবনের মৃত্যু হয় এবং আমরা জল থেকে উঠে আসি নতুন মানুষ হয়ে।

শুধুমাত্র নিমজ্জন বা অবগাহনের মাধ্যমেই মৃত্যু কবর, এবং নবজন্ম ব্যক্ত হয়। জল ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম নতুন জীবনের উপযুক্ত প্রতীক নয়, কিন্ত খ্রীষ্টের সঙ্গে মরার প্রকৃত তাৎপর্য কি?

''আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি।'' -- রোমীয় ৬ঃ৬

বাপ্তিস্ম ভীতরের কার্য বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করে। সব কিছু খ্রীষ্টের প্রতি উৎসর্গ করে আমরা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হই। কিন্তু আমাদের ভিতরের পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হয়?

''খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে আমার যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি, তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।'' -- গালা ২ঃ২০

আর পাপ জীবনে দৃষ্টি দেওয়ার পরিবর্তে ক্রুশে দৃষ্টিপাত করুন। কালভেরীতে তাঁর অনুগ্রহশীল ও উৎসাহব্যঞ্জক মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিপাত আপনাকে ক্রুশের শক্তিতে নতুন জীবনে উজ্জীবিত করে রাখবে।

''কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে নূতন সৃষ্টি হইল; পুরাতন বিষয়গুলি অতীত হইয়াছে, দেখ সেগুলি নূতন হইয়া উঠিয়াছে।'' -- ২ করি ৫ঃ১৭

৩। যীশু বাপ্তিস্ম নিলেন কেন?

পশ্চাশত্তমীর দিনে, যারা অপরাধ থেকে মুক্তির পথ অন্বেষণ করছিলেন, তাদের উদ্দেশ্যে পিতর বলেছিলেন, ''পাপমোচনের নিমিত্ত, যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও'' (প্রেরিত ২ঃ৩৮)। যীশু জীবনে এক বিন্দু পাপ না করা সত্ত্বেও তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন কেন?

''তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্দনে তাঁহার কাছে আসিলেন, কেননা এইরূপে ধার্মিকতা সাধান করা উপযুক্ত।'' -- মথি ৩ঃ ১৩, ১৫

যীশু ছিলেন নিষ্পাপ। কোন পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যকতা তাঁর ছিল না। তিনি অন্য কারণে নিয়েছিলেন, ''সমস্ত ধার্মিকতা'' সাধনের জন্য।

বাপ্তাইজিত হয়ে দুর্বল মানব জাতির জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুতরাং বিশ্বাসীবর্গ বাপ্তিস্মের জন্য প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে জলে নিমজ্জিত হয়।

খ্রীষ্ট অমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন বলে, তিনি আপন ধার্মিকতা আমাদের প্রদান করতে পারেন।

''যিনি পাপ জানেন নাই তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা- স্বরূপ হই।'' -- ২ করি ৫ঃ২১

৪। আমাদের নিমজ্জিত হতে হবে কেন?

বাপ্তিস্মকালে খ্রীষ্ট নিমজ্জিত হয়েছিলেন; তিনি জল ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেননি। যোহন তাঁকে যর্দন নদীতে বাপ্তাইজিত করেন কারণ ''সেখানে প্রচুর জল ছিল'' (যোহন ৩ঃ২১)। বাপ্তিস্ম নিয়ে তিনি জলের ভিতর থেকে উঠে এলেন (মথি ৩ঃ১৬)। বাপ্তিস্ম একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ নিমজ্জক বা অবগাহন। ব্যাপ্টাইজো মানে জলে ডুবানো।

সংস্কারক জন কেলভিন উল্লেখ করেছেন ঃ ''এটি নিশ্চিত যে প্রাচীন মন্ডলীতে নিমজ্জনের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম দেওয়া।'' রশড়ঢ়ভঢ়য়ঢ়নড় ষপ ঢ়বন ইবক্ষভড়ঢ়ভতশ ছনরভফভষশ, আঔ ৪. ইব, ১৫, ড়নদ-৯ প্রাথমিক মন্ডলীর ইতিহাস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে বাপ্তিস্ম মানে অবগাহন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে রাভেনা মহাসভায় ক্যাথলিক মন্ডলী জল সিঞ্চন বা ছিটিয়ে ব্যাপ্তিস্মকে অবগাহনের সমান মর্যাদা দেয়, ইতি পূর্বে এমন ধৃষ্টতার কথা কেউ ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারেন নি। কিন্তু মন্ডলীর ব্যাপারে আমাদের কোন মানুষকে অনুসরণ করলে চলবে না, আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে খ্রীষ্ট এবং তাঁর প্রেরিতগণের উপর।

অনেক একনিষ্ঠ খ্রীষ্টবিশ্বাসী তাদের শিশুদের প্রভুর কাজের জন্য উৎসর্গ করার ইচ্ছা পোষণ করেন; এই মানসিকতা প্রশংসনীয়। কিন্তু বাইবেল স্পষ্ট ঘোষণা করেছে যে বাপ্তিস্মের পূর্বে মানুষকে পরিত্রাণের পন্থা শিক্ষা নিতে হবে (মথি ২৮ঃ১৯,২০)। শীশুর মধ্যে বিশ্বাস, অনুশোচনা, বা পাপস্বীকারের যোগ্যতা না থাকায়, শাস্ত্রগতভাবে কোন শিশুকেই আবগাহন দেওয়া যাবে না।

৫। বাপ্তিস্ম গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

যীশুর মতে, যারা স্বর্গে প্রবেশের ইচ্ছা করেন তাদের জন্য ব্যপ্তিস্ম বাধ্যতামূলক ঃ

''যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে যে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।'' -- যোহন ৩ঃ৫

যীশু একটি মাত্র ব্যতিক্রম করেছেন। ক্রুশের উপরের দস্যুটি ''আত্মায় জন্মেছিলেন,'' কিন্তু ক্রুশ থেকে নেমে পরিবর্তিত হৃদয়ের সাক্ষ্যস্বরূপে অবগাহিত হওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্ত যীশু তাকে আপনার রাজ্যে অধিকার দিতে সম্মত হয়েছিলেন (লুক ২৩ঃ৪২,৪৩)। দস্যুর ক্ষেত্রে জল ও আত্মা যীশুর রক্তমোক্ষণের প্রতীকরূপে তার সমূহ পাপরাশি ধৌত করে দিয়েছিল। আগষ্টিন লিখেছিলেন ঃ ''মৃত্যুকালীন মুক্তি শুধুমাত্র ক্রুশবিদ্ধ দস্যুটির ক্ষেত্রে ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সাধিত হওয়া সম্ভব নয়।

যীশু স্বয়ং সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন ঃ

''যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে, কিন্তু যে অবিশ্বাস করে (অর্থাৎ বাপ্তাইজিত হয় না) তাহার দন্ডাজ্ঞা করা যাইবে।'' -- মার্ক ১৬ঃ১৬

কালভেরীতে আমাদের স্থানে মৃত্যুবরণ করে তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মহাপ্রেম প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছেন। বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমাদের ও তাঁর প্রতি আত্মোৎসর্গে প্রকাশ্য নিদর্শন দেখাতে হবে।

আপনি কি খ্রীষ্টে নতুন জীবন শুরু করেছেন? যদি এখনও না করে থাকেন তাহলে অদুর ভবিষ্যতে কেন বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন না?

৬। বাপ্তিস্ম কেবল সূচনা

বাপ্তিস্ম মানে খ্রীষ্টীয় জিবনধারা মেনে চলার স্বয়ংক্রিয়ভাবে চিরস্থায়ী হয় না।

যখন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে, তাকে নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে বেড়ে উঠতে হয়। জন্মের পর শিশুটিকে প্রতিদিন খাদ্য সেবন এবং স্নান ও নানা নিত্যকর্মে নিযুক্ত রাখতে হয়। শিশুটির কল্যাণকল্পে অনেক কিছু সাধন করতে হয়। এই নিয়মই বাপ্তিস্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পৌল তার অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন, ''আমি দিন মরিতেছি'' (১ করি ১৫ঃ৩১)। প্রত্যহ স্বার্থপরতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে আমরা ক্রমশ বেশি বেশি করে খ্রীষ্টের উপযুক্ত অনুসরণকারী হয়ে উঠি।

বাপ্তিস্মের অনুষ্ঠান, ঠিক বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো, অর্থাৎ এটি একটি বিধিসম্মত স্বীকারোক্তি যে মনোরম এবং নিকট সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু হয়ে গেছে। নিয়মিত বৃদ্ধি পেতে হলে, আমাদের প্রতিদিন নিজেদের খ্রীষ্টের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে বাইবেল চর্চা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হতে হবে।

৭। আনন্দের অন্যতম কারণ

বাপ্তিস্ম বিশাল আনন্দের বিষয়, কারণ যারা খ্রীষ্টে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি।

''যে বিশ্বাস করেও বাপ্তাইজিত হয়। সে পরিত্রাণ পাইবে'' (মার্ক ১৬ঃ১৬)। যে মুহুর্তে আমরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, আমাদের উর্দ্ধমুখি পথে যাত্রা শুরু হয়, যে পথ গিয়ে মিলেছে পরম ঐশ্বর্য্যময় সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের অনন্ত আনন্দের উৎসে।

বর্তমান খ্রীষ্টের সান্নিধ্য- সুখকেও বাপ্তিস্মের আনন্দে প্রকাশ করা যায়। যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন তাদের জন্য তিনি তাঁর অমূল্য উপহার পবিত্র আত্মা দানের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন (প্রেরিত ২ঃ৩৮)। আত্মার সঙ্গে উপস্থিত হয় আত্মার ফল ''প্রেম'' যা জীবনকে ''ধৈর্য্য জরুণা, মঙ্গলময়তা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা এবং আত্মসংযম'' ইত্যাদি ফলে ভরিয়ে তোলে (গালা ৫ঃ২২, ২৩)

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু আমাদের মধ্যে বসবাস করলে আমরা পাই পরম স্বস্তি ও নিশ্চয়তা। কেননা, ''আত্মা আপনিও আমাদের আত্মার সহিত সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান।'' (রোমীয় ৮ঃ১৫, ১৬)

ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে এসে আমরা প্রভূত উপকার পেলেও সমস্যা বিহীন জীবনের নিশ্চয়তা আমরা কোনক্রমেই পাই না। প্রকৃত পক্ষে, নতুন বিশ্বাসীদের মধ্যে প্রবল আঘাত হানার জন্য মহাশত্রু দিয়াবল ওত পেতে রয়েছে, যাতে তাদের বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়। তৎসত্ত্বেও, আমরা যখন ঈশ্বরের হাতে সমর্পিত, তখন আমাদের মধ্যে ভালোমন্দ যাই ঘটুক না কেন, সবই আমাদের শিক্ষা সমৃদ্ধির জন্য (রোমীয় ৮ঃ২৮ পন দেখুন)।

এক জন যুবতী স্ত্রীলোক খ্রীষ্টে আত্মসমর্পণ করে বাপ্তাইজ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়াতে তার স্বমী তাকে বর্জন করার হুকমি দেন। স্বামীর ধমকানি অগ্রাহ্য করে মহিলাটি বিশ্বাসে অটল থাকেন এবং স্থামীর পরিবারে আরো মমতাময়ী ঘরণীর ভূমিকা পালনের প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তার পরিবর্তিত জীবনের মধুময় ব্যবহারে সকলেই তার গুণমুগ্ধা হয়। তার স্বামী এতই মোহিত হন যে তিনি নিজেকে যীশুর চরণে উৎসর্গ করে খ্রীষ্টে নতুন জীবন শুরু করেন এবং বাপ্তাইজিত হন। সর্বাবস্থায় খ্রীষ্টকে ধরে থাকতে আমরা তাঁর আপন হাতের তীক্ষ্ম যন্ত্রে পরিণত হই। নিঃশর্তভাবে আমরা আমাদের জীবন তাঁর হাতে ছেড়ে দিতে পারি, কেননা ইতি পূর্বেই তিনি আমাদের পাপের জন্য চরম বলিদান দিয়ে আমাদের আস্থাভাজন হয়েছেন। ক্রুশে তিনি আমাদের পাপঋণ পরিশোধ করেছেন।

প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি আমাদের প্রেম ও আনুগত্য প্রকাশের সুযোগ কতই না মহৎ!

আপনি যদি এখনও না করে থাকেন, কেন এখনই নিজের জীবনকে খ্রীষ্টের হাতে সঁপে দিচ্ছেন না? তাঁকে বলুন না, তিনিই পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আপনার মধ্যে নতুন জীবন সৃষ্টি করবেন, আর আপনি খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হতে পারবেন।

আবিষ্কার উত্তর পত্র ১৭

খ্রীষ্টীয় জীবনে প্রবেশ

আবিষ্কার গাইড ১৭ পাঠ করে আপনার উত্তরপত্র নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন ।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে টিক চিহ্ন দিন

১। ___ বাপ্তাইজিত হওয়া মানে ভিতরের পরিবর্তনকে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ।
___ আত্মা থেকে জন্মানো মানে মন ও প্রাণের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।
___ যীশুর মতে, আত্মা ও জল থেকে জন্মানো স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের শর্ত।

২। ___ বাপ্তিস্ম নিয়ে আমরা আমাদের পাপের জন্য যীশুর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে গ্রহণ করি।
___ বাপ্তিস্মের বাহ্যিক ধাপগুলি মন পরিবর্তনের পদক্ষেপের প্রতীক।
___ বাপ্তিস্মে জলের মধ্যে নিমজ্জল খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের পুরাতন পাপের মৃত্যুর সংকেত।
___ বাপ্তিস্মের পর জল থেকে উঠে আসা খ্রীষ্টে নতুন জীবনে পুনরুত্থনের প্রতীক।
___ জল ছিটিয়ে বাপ্তিস্ম মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থানের উপযুক্ত নিদর্শন।
___ ব্যক্তির ভিতরের পরিবর্তনকে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে প্রকাশ করা হয়।
___ বাপ্তিস্মে আমরা যীশুর হাত ধরে খ্রীষ্টে নতুন এবং উন্নত জীবন যাপনের বাসনা করি।

৩। যীশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন
___ আমাদের কাছে ইতিবাচক দৃষ্টান্ত রাখতে।
___ তাঁর পাপরাশি স্বীকার করতে।

৪। যীশু বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন
___ জলে নিমজ্জনের মাধ্যমে
___ জল ছিটানোর মাধ্যমে।

৫। খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের পর ১,০০০ বছরের বেশি সময় মন্ডলী বাপ্তাইজিত করেছে
___ নিমজ্জনের মাধ্যমে
___ জল সিঞ্চনের মাধ্যমে।

৬। যীশুর মতে, যারা স্বর্গে প্রবেশ করবেন তাদের কাছে বাপ্তিস্ম
___ ঐচ্ছিক বা গৌণ বিষয়।
___ আবশ্যিক বা মূখ্য বিষয়।

৭। মৃত্যুকালে যদি কেউ বাপ্তিস্মের সুযোগে না পেয়ে পাপস্বীকার ও অনুতাপ করে খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে সে
___ পরিত্রাণ পাবে।
___ পরিত্রাণ পাবে না।

৮। বাপ্তিস্মের প্রতীকী অর্থ হল
___ খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু হয়েছে।
___ খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্কের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

মূল প্রশ্ন ঃ বাইবেল নির্দেশিত পথে আপনি কি নিমজ্জনের মাধ্যমে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছেন? _____
যীশুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আপনি কি বাপ্তিস্ম নিতে ইচ্ছুক?

_____